KHABOR SOJASUJI

খবর সোজাসুজি

RNI NO.WBBEN/2023/87806 (Govt. Of India)

EDITOR - ISRAIL MALLICK

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com

Vol-2 ● Issue- 10 ● Bardhaman ● 30 October 2024 ● Rs. 2.00 (Four Pages) ● Mobile - 9434566498

এক নজরে

● আধার কার্ড জন্ম তারিখের প্রমাণ পত্র হতে পারে না বলে জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট।

● সরকারি হাসপাতালের ডাক্তাররা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করলে যদি কোনো দোষ না হয় তাহলে স্কুলের শিক্ষকরা প্রাইভেট পড়ালে দোষ কোথায় ? আইন তো সবার জন্য সমান,তাই না ?

● মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর অবশেষে অনশন প্রত্যাহার করে নিলেন জুনিয়র ডাক্তাররা।

● মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে জুনিয়র ডাক্তারদের নবান্নে বৈঠকের লাইভ স্ট্রিমিং তো হল ! তাহলে এর আগে লাইভ স্ট্রিমিং নিয়ে এত টালবাহানা করা হচ্ছিল কেন? তাহলে এখন কি আর বিষয়টি 'সাব জুডি' নয় ? উঠছে প্রশ্ন।

● ''দ্রোহের কার্নিভাল তো দেখলাম,ভোটের কার্নিভালে আসুন। ছ'টায় ছ'টা তৃণমূল কংগ্রেস জিতবে।যারা বাম অতিবাম,বড় বড় কথা বলছেন তারা আবার তৃতীয় চতুর্থ নোটার সঙ্গে লড়াই করবেন'', নন্দীগ্রামে শনিবার সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জুনিয়র ডাক্তার এবং সিপিএমকে নিশানা করে খোলা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ।

● সিপিএমকে 'কাল কেউটের জাত' বলে তীব্র আক্রমণ করলেন ব্যারাকপুরের তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিক।

● জুনিয়র চিকিৎসকদের সঙ্গে মাওবাদীদের কোনো তফাৎ নেই, বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন তৃণমূল নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য।

● ''আমি নেতা নয়,আমি এমপি নয়,এমএলএ নয়।আমি কেউ নয়।আমি আপনাদের মতো একটা সাধারণ কর্মী।আমি সাধারণ কর্মী হয়ে থাকতে চাই।আমি কোনো নেতা হয়ে থাকতে চাই না'', মল্লারপুরে আয়োজিত তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মেলনীর মঞ্চ থেকে তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে ঐক্যের বার্তা দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল।

● ফুচকা বিক্রেতাকে ধাক্কা মারার অভিযোগে গণপিটুনিতে নিহত বাঁকুড়া থানার জলহরি গ্রামের নাসরুল মিদ্যার পরিবারের সঙ্গে দেখা করে পাশে থাকার বার্তা দিলেন আইএসএফ বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী।

● ''বুদ্ধবাবু যদি মেরে তুলে দিত সেদিন তাহলে আজকে বাংলার এই সর্বনাশটা হতো না'', মুখ্যমন্ত্রী মমতা

(এরপর চারের পাতায়)

নাবালিকা নিখোঁজের তদন্তে নেমে নারী পাচার চক্রের পর্দা ফাঁস করল হুগলি গ্রামীণ পুলিশ,গ্রেফতার ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন - প্রেমের ফাঁদে ফেলে নারী পাচারের অভিযোগ ! তারকেশ্বরের এক নাবালিকা নিখোঁজের তদন্তে নেমে নারী পাচার চক্রের পর্দা ফাঁস করল হুগলি গ্রামীণ পুলিশ।পাচার হওয়া তারকেশ্বরের নাবালিকাকে বিহারে উদ্ধারে গিয়ে পাচার চক্রের পর্দা ফাঁস করল হুগলি গ্রামীণ পুলিশ।পুলিশের জালে নারী পাচারে অভিযুক্ত চক্রের দুই এজেন্ট সহ চক্রের মূল পাণ্ডা।ধৃতরা হল রাহুল ওরফে মিজানুর মন্ডল, শ্রীরাম রায় ও নন্দকিশোর কুমার। রাহুল ওরফে মিজানুর মন্ডলের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগণার অশোক নগরে,শ্রীরাম রায়ের বাড়ি কলকাতার তারাতলায়,আর নন্দকিশোর কুমারের বাড়ি বিহারের চম্পারণে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে,৯ জুলাই তারকেশ্বর থানার অন্তর্গত একটি গ্রামের একটি নাবালিকা মেয়ে নিখোঁজ হয় এবং ১৩ জুলাই মেয়েটির বাবা তারকেশ্বর থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করে।তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে,রাহুল নামের একটি ছেলে ওই মেয়েটিকে রেপ করে বিহারের ইস্ট চম্পারণে একটা অর্কেস্ট্রাতে বিক্রি করে দিয়েছে। ১৯

(এরপর চারের পাতায়)

নজিরবিহীন ঘটনা বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে,২৪ ঘন্টায় জন্ম নিল ১৮ টি যমজ শিশু

নিজস্ব সংবাদদাতা - নজিরবিহীন ঘটনা বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

একইদিনে জন্ম নিলো ৯ জোড়া যমজ বাচ্ছা।২৪ ঘন্টায় এতগুলি যমজ বাচ্ছার জন্ম এর আগে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এর আগে কখনও হয়নি।জন্ম নেওয়া ১৮ টি শিশুর মধ্যে ১১জনই কন্যা সন্তান।বাকি ৭টি পুত্র সন্তান।আপাতত মা এবং শিশু সবাই সুস্থ বলে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ প্রসূতি বিভাগ সূত্রে জানা গেছে।বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে,বুধবার ১৬ অক্টোবর হাসপাতালের বহির্বিভাগের উপরে থাকা স্ত্রী এবং প্রসূতি বিভাগে এই বিরল ঘটনা ঘটে।এখানেই নয়জন মা সারাদিনের মধ্যে যমজ বাচ্ছার

(এরপর চারের পাতায়)

বন্ধু পাতানোর মেলা বাঁকুড়ায় ! মেলায় গেলেই পাবেন নতুন নতুন বন্ধু-বান্ধবী !

নিজস্ব সংবাদদাতা - প্রায় ১৫০ বছর আগে শুরু হওয়া এক আজব মেলা অনুষ্ঠিত হল ইন্দাসে। মেলায় গেলেই মিলবে নতুন নতুন বন্ধু বান্ধবী, কপালে সিঁদুর, চন্দনের টিপ,মালা পরিয়ে বরণ ডালা দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন একে অপরকে নতুন নতুন বন্ধু বান্ধবীরা। অদ্ভুত এই মেলায় হাজারো লোকের ভিড়। বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস এলাকায় সহেলা স্থানীয় ভাষায় 'সয়লা' উৎসবের প্রচলন হয় আজ থেকে প্রায় ১৫০ বছর আগে। জানা যায় তৎকালীন সময়ে এলাকায় বর্ণভেদ প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলন ছিল। এই প্রথাকে কেন্দ্র করে এলাকায়

অশান্তিও ছড়াত। তৎকালীন বর্ধমানের রাজার এক নায়েব এলাকায় খাজনা আদায় করতে এসে তা দেখে খুবই ব্যথিত হয়েছিলেন।পরবর্তীকালে তিনি এলাকায় বিভিন্ন পুজোয় সব ধর্মের মানুষের অংশগ্রহণ করার বিষয়ে উদ্যোগ নেন।সেই থেকে বর্ধমান সীমানায় বাঁকুড়ার ইন্দাস এলাকায় বিভিন্ন গ্রামে

(এরপর তিনের পাতায়)

পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের বড়সড় সাফল্য, অপহরণের ২৪ ঘন্টার মধ্যেই অপহৃত ব্যবসায়ীকে উদ্ধার, গ্রেফতার ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন - ব্যবসায়ী অপহরণ কান্ডে বড়সড় সাফল্য পেল পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ। অপহরণের ২৪ ঘন্টার মধ্যেই অপহৃত ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করল পুলিশ।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার ২৪ অক্টোবর মেমারি থানায় খবর আসে মেমারি থানার পশ্চিমপাড়া সাতগাছিয়া এলাকার বাসিন্দা ব্যবসায়ী জয়ন্ত ঘোষকে কে বা কারা একটি স্কর্পিও গাড়িতে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। খবর পাওয়ার সাথে সাথেই পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপারের নির্দেশে তৎপরতার সাথে তদন্তে নেমে পড়ে মেমারি থানা। প্রাথমিক তদন্তে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে জানতে পারা যায় চার-পাঁচ ব্যক্তির একটি দল স্কর্পিও করে জয়ন্ত ঘোষকে অপহরণ করে বর্ধমান কালনা রোড ধরে কালনার দিকে এগিয়ে গেছে।এরপর সিসিটিভি ফুটেজ, ম্যানুয়াল সোর্স এবং টেকনিক্যাল ইনপুট এর সহযোগিতায় সুখেন সূত্রধর নামে এক ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ।তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে, পলাশীর কিছু দুষ্কৃতী এই কান্ডে জড়িত রয়েছে। এরপর এই তথ্যের ভিত্তিতে এসডিপিও সদর সাউথ, ওসি মেমারি এবং আইসি সাতগাছিয়া তৎক্ষনাৎ পলাশীর উদ্দেশ্যে রওনা দেন। পরবর্তীকালে এই টিমের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ২৪ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে অপহৃত ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হয় এবং ঘটনার মূল অভিযুক্ত আব্বাস শেখ এবং তার সঙ্গী আলিম শেখকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে, অপহরণকারীদের কাছ থেকে ব্যবসায়ীক কোনো কাজের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা ধার নিয়েছিলেন সাতগাছিয়ার জয়ন্ত ঘোষ। সেই টাকা আদায়ের জন্যই অপহরণ করা হয় তাকে। মুর্শিদাবাদের রেজিনগর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্তদের।

(এরপর চারের পাতায়)

ধনেখালি থানার ওসি ইন্সপেক্টর প্রসেনজিৎ ঘোষের হাতে 'খবর সোজাসুজি' পত্রিকার শারদীয় উৎসব সংখ্যা তুলে দিলেন 'খবর সোজাসুজি'র সম্পাদক ইসরাইল মল্লিক।

বেহাল রাস্তা,নির্বিকার প্রশাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা - ধনেখালি হল্ট স্টেশন সংলগ্ন হাতিগলা পুলের নিচে চুঁচুড়া-তারকেশ্বর ১৭ নং রাস্তার বর্তমান অবস্থা খুবই খারাপ।রাস্তায় বড় বড় গর্ত। সামান্য বৃষ্টি হলেই জল জমে যায়। নিকাশির কোনো ব্যবস্থা নেই। জমা জল মাড়িয়ে যাতায়াত করতে প্রতিনিয়ত সমস্যার সম্মুখীন হন পথ চলতি মানুষজন। মাঝে মধ্যেই ঘটে দুর্ঘটনা। হাতিগলা পুলের নিচের রাস্তা রেলের জায়গায় হওয়ায় পিডব্লুডিও রাস্তাটি সম্পর্কে উদাসীন, অভিযোগ।রেল কর্তৃপক্ষও

নির্বিকার,অভিযোগ।রাস্তাটি অবিলম্বে সংস্কার করার উদ্যোগ গ্রহণ করুক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ,চাইছেন এলাকার মানুষজন।

খবর সোজাসুজি

Volume-2 ● Issue- 10 ● 30 October, 2024

ঋণের জাল !

গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থা ক্রমশ তলানিতে এসে ঠেকছে।নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম দিন দিন বাড়ছে।খরচ বাড়লেও বাড়েনি আয়।সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছে সাধারণ মধ্যবিত্ত ও গরিব খেটে খাওয়া মানুষ। তাদের এই অসহায়তার সুযোগ নিচ্ছে এক শ্রেণীর সুদখোর মহাজন ও মাইক্রো ফিনান্স সংস্থা।একমুঠো খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্য চড়া সুদে এই সব সুদখোর সুযোগ সন্ধানী মানুষ ও মাইক্রো ফিনান্স সংস্থার কাছ থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হচ্ছেন তারা।যার পরিণাম ভয়াবহ। একবার ঋণের ফাঁদে পড়লে বেরিয়ে আসা কঠিন।ফলে ঋণের জালে দিন দিন জড়িয়ে পড়ছে মধ্যবিত্ত ও সাধারণ গরিব মানুষ।পুরাতন ঋণ পরিশোধ করার জন্য আবার নতুন ঋণের জালে আটকে পড়ছে তারা।লোনের কিস্তি দিতে না পারলে অনেক সময় বাড়িতে গিয়ে হুমকিও দিচ্ছেন ক্ষুদ্র ঋণদানকারী সংস্থার কর্মীরা। অপমান সহ্য করতে না পেরে ঋণের হাত থেকে বাঁচতে আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটছে।খাতায় কলমে আমাদের দেশের মাথাপিছু আয় বাড়লেও বাস্তব কিন্তু অন্য কথা বলছে।ডিজিটাল ভারতে গরিব আরও গরিব হচ্ছে,ধনী আরও ধনী হচ্ছে।কাগজে কলমে দেশের উন্নয়নের ফিরিস্তি ফলাও করে দেখানো হলেও বাস্তব চিত্র কিন্তু আলাদা। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে,দেশের ১০ শতাংশ মানুষের হাতে রয়েছে মোট ৭৭ শতাংশ আয় ও সম্পদ।তার মধ্যে এখন দেশের মোট আয়ের ২২.৬ শতাংশ এবং মোট সম্পদের ৪০.১ শতাংশ পুঞ্জীভূত শীর্ষ ১ শতাংশ ধনীর হাতে।মাথা পিছু আয় পরিমাপ করা হয় দেশের মোট আয়কে জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে।কিন্তু সেখানে কখনোই ধনী ও দরিদ্রের আয়ের বৈষম্য স্পষ্ট করে দেখানো হয় না।তাই মাথা পিছু আয় বেড়েছে মানে মধ্যবিত্ত ও গরিব মানুষের অবস্থার উন্নতি হয়েছে বা তাদের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে এটা ভাবলে ভুল হবে। আর্থিক উন্নয়নের সুফল যদি মধ্যবিত্ত ও সাধারণ গরিব মানুষ পেত তাহলে তাদের এত ঋণ নিতে হতো না।অর্থনীতির অঙ্কে জিডিপি বাড়লেও উন্নয়ন খাতে খরচ হওয়া অর্থ সাধারণ মানুষের কাছে ঠিক ভাবে এসে পৌঁছাচ্ছে না।উন্নয়নের সুফল ভোগ করছে হাতে গোনা কয়েকজন ধনী ব্যক্তি,সমাজের নিচে তলা পর্যন্ত ঠিক ভাবে এসে পৌঁছাচ্ছে না।ফলে সাধারণ মধ্যবিত্ত ও গরিব খেটে খাওয়া মানুষের অবস্থা যা কে তাই ! আর এরই ফলে লোনের ফাঁদে পা দিয়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছে তারা।গয়না,জমি বাড়ি বন্ধক রেখেও ব্যাংক থেকে লোন নিচ্ছে অনেকে।আর লোন শোধ করতে না পারলে সেই সম্পত্তি ক্রোক করে নিলামে তোলা হচ্ছে।পথে বসছে লোন নেওয়া মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি।এ বিষয়ে সরকারকে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।আর্থিক উন্নয়নের সুফল যাতে সমাজের নিচে তলা পর্যন্ত পৌঁছায় তার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। দেশের বৃহত্তর অংশের মানুষকে পিছনে ফেলে রাখলে দেশ কখনো এগিয়ে যেতে পারে না।খাতায় কলমে নয়,বাস্তবে যাতে দেশের প্রতিটি মানুষের মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি পায় সেজন্য সরকারকে সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।দেশের মধ্যবিত্ত ও সাধারণ গরিব খেটে খাওয়া মানুষের প্রকৃত আর্থিক উন্নয়ন না ঘটলে ঋণের জাল কেটে বেরিয়ে আসা যে সহজসাধ্য নয় তা সহজেই অনুমেয়।

সম্পাদক সমীপেষু,

কলকাতার ফুটপাথগুলি যা একান্তভাবে পথচারীদের উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়ে থাকে, বিভিন্ন ট্র্যাফিক এবং জনবহুল রাস্তার নানান সমস্যা এড়িয়ে নিরাপদে যাতায়াতের উদ্দেশ্যে, তা এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চলাচলের অনুপযোগী হয়ে উঠছে।

বিভিন্ন হকারদের দখলদারি, সংকীর্ণ পথ, জরাজীর্ণ রাস্তা, ঢিলেঢালাভাবে ঢেকে রাখা অথবা খোলা ম্যানহোল এবং কখনো আবার দুই চাকার পার্কিং; যেই দৃশ্যগুলি প্রধানত ব্যস্ত স্টেশন এবং বাজার এলাকায় দ্রষ্টব্য, তা এইসব এলাকায় ফুটপাথের ব্যবহার ক্রমশ দুর্বিষহ করে তুলছে।

এমন পরিস্থিতিতে প্রতিদিনের যাত্রীদের স্বাভাবিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, যার ফলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ একান্ত কাম্য।

ধন্যবাদ,
ড. বিজুরিকা চক্রবর্তী, কলকাতা

সম্পাদক সমীপেষু

দুর্ঘটনা রুখতে একটি বাতি স্তম্ভ

ইলামপুর গ্রামের পূর্ব-প্রান্তে, যেখানে জামালপুর- খানপুরগামী যানবাহনে বেশ ব্যস্ত পথটি ভৈরবপুরগামী পথ- সেতুটির(রঙ্কিনী দহের ওপর) সঙ্গে মিশেছে, রাতে সেখানে দুর্ঘটনার রুখতে একটি সড়ক-বাতি দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রায়ই দেখতে পাই, ত্রি-মুখী পথটিতে সন্ধ্যা নামলে বিপরীতগামী গাড়ির বিপজ্জনক মুহূর্তটি চালকেরা কোনও রকমে সামাল দেন। ত্রি-মুখী ওই পথটিতে একটি বাতি স্তম্ভের ব্যবস্থা করলে যাত্রী সমেত গাড়ীগুলি নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারে।

সুনীতি মুখোপাধ্যায়,ইলামপুর, জামালপুর,পূর্ব বর্ধমান

সবাই তো সুখী হতে চায়...

পার্থ পাল

কেউ সুখী হয় কেউ হয় না। কেন? গাছতলায় বাস করা ফকির আনন্দে হাততালি দিয়ে গান গান। অন্যদিকে প্রাচুর্যে মুড়ে থাকা রাজা মনের অসুখে সারারাত জেগে কাটান। নিম্নবিত্ত পরিবারে বউ হয়ে আসা মেয়েটি সবাইকে নিয়ে কী সুখে জীবনকে যাপন করেন। আবার বিত্তবান সুখী পরিবারে নতুন বউ এসে সবকিছুকে এলোমেলো করে দেন। যে মানুষটি পরিবার নিয়ে সুখে থাকতে পারতেন তিনি পরকিয়ার খাল কেটে অ-সুখের কুমিরকে ডেকে আনেন সাদরে!

অথচ এদের প্রত্যেকের লক্ষ্য ছিল একটিই - সুখী হওয়া। এখন আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে সুখী কে? যেমনটি মহাভারতে প্রশ্ন করেছিলেন বকরূপী যক্ষ। উত্তর দিয়েছিলেন পান্ডবদের বড় ভাই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির। তিনি বলেছিলেন, - যার ঋণ নেই, আর নিজের ঘরে থেকে দিনের শেষে যে চারটি শাক ভাত খেতে পায়, সেই সুখী। আমাদের দেশের বিভিন্ন মহাপুরুষও বলে গেছেন, যার চাওয়া যত কম; যার দুনিয়া যত ছোট, তার সুখ তত বেশি। তা বলে সমাজসেবী বিধায়ক হতে চাইবেন না! বিধায়ক সাংসদ হতে বা সাংসদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হতে বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হতে চাইবেন না? তবে তো সভ্যতাই পানা ভরা নদী হয়ে যাবে। যার এক ছটাক জমি আছে, সে যদি কয়েক বিঘে জমির মালিক হতে না চায় তবে কর্মে উদ্দীপনা আসবে কীভাবে? পাড়ায় ফুটবল পেটানো ছেলেটির কলকাতার বড় ক্লাবে খেলার আকাঙ্ক্ষা না থাকলে দেশের ফুটবল এগোবে কিভাবে? তাই চাওয়াকে কমের সীমায় বেঁধে রাখলেও সুখের প্রকৃত আস্বাদ পাওয়া যাবে না। তাহলে উপায়? ভগবদগীতা শিখিয়েছে ' কর্মণেবাধিকারস্তে

মা ফলেষু কদাচন '। এটাই সুখ লাভের একমাত্র পথ। ব্যাপারটা একটু খোলসা করা দরকার। ধরা যাক, একটি মেয়ে চাকরির জন্য চেষ্টা করছে। নিবিড়ভাবে পড়াশোনাও করল বছরখানেক। পরীক্ষা এল। দিলো। লিস্টে নাম এল না। এখানেই জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। আশানুরূপ ফল না হওয়ায় মনমরা হয়ে সে ভেঙে পড়তে পারে। তখনই আসে অ-সুখ। অথচ ফলাফল থেকে শিখে, নিজেকে শুধরে আবারও যদি সে পড়াশোনায় মেতে ওঠে, তবেই শেষে আসে সাফল্য। এবং সুখ। অর্থাৎ অভাব নয়; অভাববোধকে জয় করতে পারাই সুখকে নিবিড়ভাবে পাওয়ার চাবিকাঠি। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা GDP-কে আমাদের দেশে উন্নতির সূচক হিসেবে মানা হয়। পড়শি দেশ ভুটান তাদের দেশের উন্নতিকে বিবেচনা করে সুখের মাপকাঠিতে। উৎপাদন নয়, সুখই তাঁদের পাখির চোখ। যদিও সুখের সূচকে দেখতে গেলে ফিনল্যান্ড হল বিশ্বের সুখীতম দেশ। ১৩৭ টি দেশের হিসাবে ভারতের স্থান সেখানে ১২৬ নম্বরে। সুখকে ভীষণ রকম গুরুত্ব দেয় বলেই ভেনেজুয়েলা আর সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে রয়েছে সুখমন্ত্রী। আমাদের দেশে কবে যে এমন মন্ত্রক হবে কে জানে! তবে মন্ত্রক না থাকলেও সুখে থাকা আপনাদের আটকাবে না। যদি ওই সন্তুষ্টি গুণটিকে আয়ত্ত করতে পারেন। ছেলের ভরা সংসারে থেকেও অনেক বৃদ্ধ বাবা,মা অ-সুখে ভোগেন। অন্যদিকে বৃদ্ধাশ্রমে হুল্লোড়ে বার্ধক্যকে বারানসীসম সুখে উপভোগ করেন অনেক জীবনশিল্পী। সন্তানরা উন্নত মেধার হলে কর্মসূত্রে তাঁরা বাইরে যেতেই পারেন। তাকে আনন্দ ও গর্বভরে করে নিতে পারাটাই সুখে থাকার চাবিকাঠি। মানবজীবনে দুই আর দুইয়ের যোগে সব সময় চার হয় না। সেই জন্যই তা এত মধুর; বৈচিত্রময়। প্রত্যেকের জীবনের অঙ্ক আলাদা। নিজ প্রজ্ঞার ব্যবহারে তার সমাধানের কৌশলই তাই বলে দেবে - আপনি ঠিক কতটা সুখী হবেন।

অ্যান্টিবায়োটিক - প্রতিরোধী সংক্রমনে চার কোটি মানুষের মৃত্যুর আশংকা !

বিশ্ব রঞ্জন গোস্বামী

রোগজীবাণু সংক্রমন হলে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের প্রয়োগ বেশ বহুল প্রচলিত। অনেকেই মুড়ি-মুড়কির মত অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধে খেয়ে থাকে,অনেক সময় ডাক্তারের সুপারিশ ছাড়াই।সম্প্রতি গবেষণায় দেখা যাচ্ছে ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণুরা অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী হয়ে পড়ছে। তাই এই নিয়ে বিজ্ঞানীরা খুব উদ্বিগ্ন। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্সের বিশ্বব্যাপী এক গভীর বিশ্লেষণ অনুসারে জানা যায় এখন থেকে ২০৫০ সালের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী সংক্রমণে ৪ কোটিরও বেশি মানুষ মারা যাবার আশংকা। বিশেষত ৭০ বছরের বেশি বয়স্ক কুড়ি লক্ষ মানুষ প্রতি বছর এই কারনে মারা যেতে পারে।গত ১৬ ই সেপ্টেম্বর দ্য ল্যানসেট জার্নালে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে ১৯৯০ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে প্রতি বছর ওষুধ প্রতিরোধী সংক্রমণে দশ লক্ষ বেশি লোক মারা গেছে। যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মাইক্রোবায়োলজিস্ট টিমোথি ওয়ালশ বলেছেন, '' আমি মনে করি সংক্রমনের সংখ্যা সম্ভবত এখানে যা বলা হয়েছে বাস্তবে তার থেকে অনেক বেশি। বিশেষ করে এই বিষয়ে অনেক দেশে যথেষ্ট তথ্যের অভাব রয়েছে।'' পরিসংখ্যানগুলি ইঙ্গিত করে ২০৩০ সালের মধ্যে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রতিরোধের কারনে মৃত্যুহার হ্রাস করার জাতিসংঘের লক্ষমাত্রা পূরনে সফল হবে না। বিষয়টি খুব গুরুতর। ২০২৫ থেকে ২০৫০ সালের মধ্যে উপযুক্ত কার্যকরী অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ ও সংক্রমণের আরও ভালো চিকিৎসার উপায় বের করা খুব জরুরী হয়ে পড়ছে। ইতিমধ্যে আমরা কোথায় আছি তা বোঝার জন্য এবং ভবিষ্যতে পরবর্তী পদক্ষেপ কি নেওয়া যেতে পারে তা জানার জন্য শুরু হয়ে গেছে বিজ্ঞানীদের নিরন্তর গবেষণা।গবেষকেরা ১৯৯০ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ২০৪টি দেশের মৃত্যুর তথ্য ও হাসপাতালের রেকর্ড বিশ্লেষণ করেছেন।তারা ২২ রকম জীবাণু,৮৪টি অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ যে সব রোগ প্রতিরোধী ও মেনিনজাইটিস সহ ১১টি রক্তের সংক্রমনের উপর আলোকপাত করেছেন।

তাদের অনুসন্ধানগুলি থেকে জানা যায় গত তিন দশকে ওষুধ প্রতিরোধী সংক্রমণে মারা যাওয়া পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের সংখ্যা ৫০ শতাংশ কমেছে।আবার ৭০ বছরের বেশি বয়সী মানুষের মৃত্যুহার ৮০ শতাংশ বেড়েছে। Staphylococcus aureus, যা ত্বক, রক্ত ও শরীরের আভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলিকে সংক্রামিত করে ও এর দ্বারা সংক্রমনের কারনে মৃত্যু সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে যা কিনা ৯০ শতাংশের উপর।

১৯৯০ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্বক সংক্রমণের অনেকগুলি বিশেষত অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী ওষুধ শক্তিশালী ব্যাকটেরিয়া দ্বারা তৈরি হয়েছিল।এই ব্যাকটেরিয়াগুলি ছিল গ্রাম , নেগেটিভ প্রকৃতির। এই শ্রেনীতে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি কারী ব্যাকটেরিয়া যেমন Escherichia colic,Acinetobacter baumannii অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। গ্রাম , নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়াগুলি কার্বোপেনেম ওষুধ যা হলো 'ব্রডস্পেক্টার্ম ' অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ তৈরি করতে ব্যবহার করা হয় ও গুরুতর সংক্রমণের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিক গুলির মধ্যে একটি বিশেষ শ্রেণীর।এরা বিভিন্ন প্রজাতির সাথে অ্যান্টিবায়োটিক , প্রতিরোধী জিন বিনিময় করতে পারে ও সেইসাথে পরবর্তী জনু বা বংশের কাছে প্রেরণ করতে সক্ষম। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে কার্বোপেনেম , প্রতিরোধী গ্রাম , নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার সাথে যুক্ত মৃত্যুর সংখ্যা ১৪৯.৫১ শতাংশ বেড়েছে।১৯৯০ সালে মৃত্যুর সংখ্যা ৫০৯০০ থকে বেড়ে ২০২১ সালে তা দাঁড়ায় ১২৭০০০টি। প্রতিবেদনে আশংকা করা হচ্ছে ২০৫০ সালের মধ্যে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স প্রতি বছর ২০ লক্ষ মৃত্যুর কারন হতে পারে। ''এই গবেষণা থেকে জানা যায় আমাদের স্বাস্থ্য, ব্যবস্থার গুনমান এবং সংক্রমন প্রতিরোধে সমস্যা আছে '' বলেছেন সহ গবেষক মোহসেন নাগাভি। এসব রোগের মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি দক্ষিন এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান দেশগুলিতে। তাই গবেষকেরা জোর দিয়েছেন এই বিশেষ রোগের মোকাবিলা করার জন্য যে কোনও কৌশল অবশ্যই নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কৌশলগুলি নিশ্চিত করতে স্বল্প আয়ের দেশগুলির হাসপাতালগুলিতে পরীক্ষার সরঞ্জাম, অ্যান্টিবায়োটিক, পরিস্কার জল, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি বিষয়গুলির ওপর জোর দিতে হবে।বিজ্ঞানীরা বলেছেন প্রকাশিত গবেষণা থেকে কিভাবে নতুন ওষুধ তৈরি করতে হবে,কোন নতুন ওষুধ কার্যকরী হবে সে সম্পর্কে নতুন দিশা ও তথ্য নির্দেশ করবে।

হাতিদের কি দোষ

বিজন দাস

একটা দুটো তিনটে তো নয়
অনেক হাতির পাল,
বন ছেড়ে সব লোকালয়ে
ঘটাচ্ছে উত্তাল।

গরীব জনের ঘর ভাঙছে
খাচ্ছে মাঠের ধান,
শুঁড়ে তুলে মারছে আছাড়
কোথায় সমাধান ?

দাদু বললে বুঝলে ব্রাদার
হাতিয়ে হাতির দেশ,
বন কেটে গ্রাম শহর গড়ে
মস্তি করি বেশ।

হাতিরা সব যাবে কোথায়
কি খাবে গো তারা,
খাবার আবাস হারিয়ে তারা
এখন দিশে হারা।

আমরা দেখি সামনে থেকে
হাতির কত রোষ,
এবার ব্রাদার বল দেখি
হাতিদের কি দোষ ?

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে বর্ধমানে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল বাংলা মোদের গর্ব শীর্ষক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন - পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে এবং পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের সহায়তায় বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল মাঠে ২০ থেকে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হল বাংলা মোদের গর্ব। অনুষ্ঠানের বিষয় মেলা, প্রদর্শনী,এক্সপো ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।২০ অক্টোবর রবিবার শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার,পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসক আয়েশা রানী, অতিরিক্ত জেলা শাসক(সাধারণ) অমিয় কুমার দাস, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যুগ্ম তথ্য অধিকর্তা মুনমুন হোর সিনহা, পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রাম শঙ্কর মন্ডল সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।এই অনুষ্ঠানে ২০টির বেশী হস্তশিল্প ও বিভিন্ন স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর স্টল বসেছিল।বসেছিল সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের স্টল।ছিল বিশেষ প্রদর্শনী পশ্চিমবঙ্গ সরকার ক্ষুদ্রউন্নয়নের পথে মানুষের সাথে।ক্ষুদ্র তিনদিন ধরে জেলা ও কলকাতার বিভিন্ন খ্যাতনামা শিল্পীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।এছাড়াও লোক প্রসার প্রকল্পের শিল্পীরা বাংলার সংস্কৃতিকে তুলে ধরেন মঞ্চে।ছিল বাউল,আদিবাসী নৃত্য, রনপা, রাইবেশে, পুরুলিয়ার নাটুয়া,ঘোড়ানাচ সহ বিভিন্ন আঙ্গিকের লোকশিল্পীরাগ্ধ।এই তিনদিন সব মিলিয়ে ৬০০ জনের বেশি শিল্পী নিজের প্রতিভা মঞ্চে তুলে ধরেন। সঙ্গে হস্ত শিল্পীরা ও স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা আর্থিক দিকে উপকৃত হন। এধরনের আয়োজনে জেলার সামাজিক,আর্থিক ও সামাজিক পরিবেশ আরো সুন্দর হবে বলে আশা করেন উদ্যোক্তারাগ্ধ।জেলা প্রশাসন, পৌরসভা ও জেলাবাসীর সহযোগিতায় এই মেলা সফল ভাবে সম্পন্ন হয়।জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কর্মীরা দিন রাত কাজ করায় মাত্র তিনদিনের প্রস্তুতিতে এই মেলা শুরু করা সম্ভব হয়েছে বলে জানান জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রাম শঙ্কর মন্ডল।

চকদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে সেরা পুজো কমিটি গুলোর হাতে তুলে দেওয়া হল শারদ সম্মান

নিজস্ব সংবাদদাতা - পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের চকদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে মঙ্গলবার পঞ্চায়েত এলাকার সেরা পুজো কমিটি গুলোর হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হল।সেরা মন্ডপ, সেরা প্রতিমা ও পরিবেশ - এই তিনটি বিভাগে ভাগ করে সেরা পুজো কমিটি গুলোকে পুরস্কৃত করা হল।সেরা মন্ডপ বিভাগে চকদীঘি মিলন সংঘ, সোনারগড়িয়া তরুণ সংঘ এবং উত্তরশুঁড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটিকে পুরস্কৃত করা হল।সেরা প্রতিমা বিভাগে পুরস্কৃত করা হল কুবাজপুর সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি,ধাপধাড়া তরুণ সংঘ, ধাপধাড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি ও ভৈরবপুর সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটিকে। পরিবেশ বিভাগে পুরস্কৃত করা হল রঙ্কিনী মহুলা বুড়ো শিবতলা উন্নয়ন সমিতি, দক্ষিণশুঁড়া তরুণ সংঘ,প্রাণবল্লভপুর সর্বজনীন ও সোনারগড়িয়া অগ্রদূত সংঘকে। মহিলা পরিচালিত পুজো কমিটি হিসেবে মনিরামবাটি মহিলা সমিতি ও বিষ্ণুবাটি মহিলা সমিতিকেও পুরস্কৃত করা হল। চকদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েত আয়োজিত এই শারদ সম্মান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক পার্থ সারথি দে, জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক,সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন, চকদীঘি পঞ্চায়েতের প্রধান অসীমা বাগ,উপ প্রধান পার্থ প্রতীম শেঠ, পঞ্চায়েতের শিল্প ও পরিকাঠামো সঞ্চালক আজাদ রহমান সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ফি - এর রশিদ দিতে হবে, ডাক্তারদের নিশানা করে পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন কুণাল ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন - সমাজ মাধ্যমে পোস্ট করে ডাক্তারদের বিরুদ্ধে ১৩ দফা দাবি তুলে ধরলেন কুণাল ঘোষ,যা নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে। সমাজ মাধ্যমে পোস্ট করে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ দাবি করেছেন, ১. সব হাসপাতালে ডাক্তারদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হোক। সঙ্গে তাঁদের ডিউটির সময় অনুযায়ী উপস্থিতি,রোগী দেখাটাও সুনিশ্চিত হোক। ২. সরকারি হাসপাতালের কাজ ফেলে, সুবিধে মত ডিউটি বদলে বাকি সময় প্রাইভেট হাসপাতালে কাজ করা চলবে না। ৩.প্রেসক্রিপশনে একই গুণমানের কমদামী ওষুধের বদলে ওষুধ কোম্পানির প্রভাবে দামী ওষুধ লেখা চলবে না। জেনেরিক টার্মে ওষুধ লিখুন, কোম্পানির ব্র্যান্ড নয়। ৪.ওষুধ ও বিভিন্ন সরঞ্জাম (পেস মেকারসহ) কোম্পানির স্পনসরশিপে অনুষ্ঠান, দেশবিদেশে ভ্রমণ চলবে না। ওঁরা সমাজসেবা করেন না। কমিশন, কাটমানির অভিযোগের বন্ধ/সুরাহা করতে হবে। ৫.কথায় কথায় বিভিন্ন পরীক্ষার নামে নির্দিষ্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে কেউ যেন কমিশন না নেন। ৬.ডাক্তারদের ফি যাতে মানুষের নাগালে থাকে, তার কাঠামো চাই। প্রত্যেককে রশিদ দিতে হবে।৭.হয় সরকারি, নইলে বেসরকারি বেছে নিন, দুটো একসঙ্গে কোনো নিয়ম দেখিয়ে চলবে না। ৮. সাধারণ মানুষের করের টাকার ভর্তুকিতে যাঁরা সরকারি মেডিকেল কলেজে পড়বেন, তাঁদের সরকারি কাজেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। কোটি টাকা দিয়ে বেসরকারিতে পড়াদের কথা আলাদা। ৯.স্পেশালিস্ট, সিনিয়রদের ঠিকমত ডিউটি করতে হবে। লবি করে কলকাতা পোস্টিং বা জেলায় গেলেও কৌশলী রোস্টারে তিন/চার দিন কলকাতায় এসে প্রাইভেট প্র্যাকটিস চলবে না। জেলার হাসপাতালে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে।১০.শূন্যপদ পূরণ হোক। পরিকাঠামো বাড়ুক। কিন্তু নিজেদের কর্মক্ষেত্রকে রোগীবন্ধু রাখার দায়িত্ব সরকারের পাশাপাশি ডাক্তারদেরও নিতে হবে। কারণ সরকারি কাঠামোতে দুর্বলতা দেখিয়ে রোগীকে বেসরকারিতে যেতে বাধ্য করা/টেনে দেওয়ার অভিযোগ আছে, বন্ধ করতে হবে এসব।১১.বেসরকারি মেডিকেল কলেজের ভর্তিতে বিপুল টাকা, পড়তে টাকা, সেমিস্টারে ফেল করিয়ে মোটা টাকার বিনিময়ে পাশ- এইসব অভিযোগবন্ধনীতে কিছু ডাক্তারও আছেন। এসবে স্বচ্ছতা ও তদন্ত দরকার।১২. বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে কিছু কোটা দীর্ঘকাল আছে। মুখ্যমন্ত্রীর কোটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বন্ধ করেছেন। কিন্তু হাসপাতালের কোটাগুলি নিয়ে বহু অনিয়মের অভিযোগ, বহু ডাক্তার জানেন, সেগুলি বন্ধ হোক বা স্বচ্ছতা আনা হোক। এবং ১৩. চিকিৎসার গাফিলতিতে নির্দিষ্ট FIR বাধ্যতামূলক হোক।

পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের জামালপুর থানার উদ্যোগে এবং নেসলে ইন্ডিয়া লিমিটেড কোম্পানির সহায়তায় মঙ্গলবার জামালপুর থানার অন্তর্গত মুইদিপুর,অমরপুর,শিয়ালী ও ষোলো বিঘা গ্রামের বন্যা কবলিত দুঃস্থ গ্রামবাসীদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করা হলো।উক্ত ত্রাণ বিতরণী কার্যে উপস্থিত ছিলেন এসডিপিও সদর দক্ষিণ অভিষেক মন্ডল,জামালপুর থানার ওসি ইন্সপেক্টর নিতু সিং, সার্কেল ইন্সপেক্টর বিশ্বজিৎ মন্ডল সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক এবং নেসলে ইন্ডিয়া লিমিটেড কোম্পানির কর্মকর্তা বৃন্দ।

ধনিয়াখালি ইয়ুথ ব্রিগেডের পরিচালনায় কালীপুজো উপলক্ষে প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও মুইদিপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠে সোমবার অনুষ্ঠিত হল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির।উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক অসীমা পাত্র,ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অর্পিতা বারিক,সহ সভাপতি সৌমেন ঘোষ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

(প্রথম পাতার পর)

বন্ধু পাতানোর মেলা বাঁকুড়ায় ! মেলায় গেলেই পাবেন নতুন নতুন বন্ধু-বান্ধবী !

নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সর্বধর্মের মিলন মেলা আরম্ভ হয়। যার নাম হয় 'সয়লা'। তবে এই উৎসব ৪,৫,৭, ৯ ও ১২ বছর অন্তর হয়। এলাকার বাসিন্দারা দীর্ঘ অপেক্ষার পর ওই মেলার জন্য মুখিয়ে থাকেন। ইন্দাস ব্লকের আকুই গ্রামে পাঁচ বছর আগে অর্থাৎ ২০১৯ সালে এই দিনেই 'সয়লা'র মেলা বসেছিল। গত মঙ্গলবার ১৫ অক্টোবর পুনরায় ওই উৎসব শুরু হয়। পাঁচ বছর বাদে বন্ধুত্বের মিলন উৎসব 'সয়লা'য় মাতলেন এলাকার বাসিন্দারা।পছন্দের সই বেছে নেওয়ার অভিনব এই উৎসব উপলক্ষে আকুই হাইস্কুল প্রাঙ্গনে এদিন দুপুর থেকেই হাজার হাজার নারী ও পুরুষ জড়ো হন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মিলনের এই মেলায় অধিকাংশই তাঁদের পছন্দের বন্ধুকে মাল্যদান, কপালে সিঁদুর,চন্দনের টিপ, বরণডালা দিয়ে বরণ করে নেন। তবে এই উৎসবে পুরুষরা পুরুষকে এবং মহিলারা মহিলাদেরকেই বন্ধু হিসাবে বরণ করেন। এবং বালক বালিকা থেকে শুরু করে প্রবীনরাও উৎসবে সামিল হন। প্রত্যেকেই বরণের পর আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে বন্ধুত্বকে স্বীকার করেন। সম্প্রীতির ওই উৎসবে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের বাসিন্দারা অংশ নেন। সয়লার প্রস্তুতি শুরু হয় একমাস আগে থেকেই। প্রথা অনুযায়ী গ্রামের সমস্ত দেবদেবীর মন্দিরে গিয়ে পান, সুপারি ও গোটা হলুদ দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নিমন্ত্রণ করা হয়।স্থানীয় ভাষায় ওই লোকাচারকে 'গোয়া চালানো' বলে। সয়লার দিন আকুই স্কুল সংলগ্ন মনসা মন্দির থেকে শোভাযাত্রা সহকারে দেবদেবী ও তাঁর সহচর সঙ্গীদের আকুই স্কুলমাঠে স্থায়ী মঞ্চে আনা হয়। এবং সেখানে বিশেষ পুজো পাঠ করা হয়। তারপর প্রথা অনুযায়ী উৎসব শুরু হয়। ওই উপলক্ষে গ্রামের অধিকাংশ বাড়িতে আসেন আত্মীয়স্বজরা।

KHABOR SOJASUJI
RNI.NO.WBBEN/2023/87806

টাক মাথার লোকেদের সংবর্ধনা দিলেন তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা

নিজস্ব সংবাদদাতা - মাথায় চুল কম থাকায় যাদের টাক পড়ে গেছে তাদের বুদ্ধি বেশি ! টাক পড়া মানুষদের বুদ্ধি বেশি বলে মন্তব্য করলেন তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা। টাক পড়ে যাওয়া ব্যক্তিদের একত্রিত করে সংবর্ধনা দিলেন তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা। ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লার উদ্যোগে ক্যানিং পূর্ব

বিধানসভার দুটি অঞ্চলের প্রায় ১০০ জন টাক পড়া মানুষকে একত্রিত করে একটি করে পাঞ্জাবি ও গোলাপ ফুল উপহার তুলে দিলেন শওকত মোল্লা। এদের মধ্যে অনেকের মাথায় চুল কম থাকায় টাক পড়ে গেছে। শওকত মোল্লা মনে করেন যাদের মাথায় চুল নেই টাক পড়ে গেছে তাদের বুদ্ধি বেশি তাই তাদেরকে বুদ্ধিজীবী হিসেবে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে গোটা বিধানসভা জুড়ে এই কর্মসূচি চলবে বলে জানান বিধায়ক শওকত মোল্লা।

নবান্নের কন্ট্রোল রুম থেকে বৃহস্পতিবার সারা রাত জেগে দানা'র গতিপথ পর্যবেক্ষণ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

মুর্শিদাবাদের রানিতলা থানার অন্তর্গত পার সাহেবনগর মাঠে অভিযান চালিয়ে গত সোমবার রাতে ৪১ জন বাংলাদেশিকে অবৈধভাবে ভারতবর্ষে প্রবেশের অভিযোগে গ্রেফতার করল পুলিশ।

নাবালিকা নিখোঁজের তদন্তে

(প্রথম পাতার পর)

জুলাই বিহারের ইস্ট চম্পারণের চিরাইয়া থানা এবং মতিহারি চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সহযোগিতায় মেয়েটিকে উদ্ধার করে তারকেশ্বর থানার পুলিশ।মেয়েটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে, মেয়েটি তাহের আলি মোল্লা নামের একটি ছেলের সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে দেখা করতে গিয়েছিল এবং সেখানে গিয়ে রাহুল নামের একটা অচেনা ছেলের সাথে তার পরিচয় হয়।ওই ছেলেটি তাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিযে ভুলিয়ে-ভালিয়ে প্রেমের ফাঁদে ফেলে বিহারে নিয়ে গিয়ে বেশ কয়েক বার রেপ করে একটা অর্কেস্টাতে বিক্রি করে দিয়েছিল।পুলিশি তদন্তে আরও জানা যায়,ওই ছেলেটির আসল নাম মিজানুর মন্ডল।তার বাড়ি উত্তর ২৪ পরগণার অশোক নগরের ঈশ্বরী গাছা সহড়া এলাকায়।৭ আগষ্ট দক্ষিণ ২৪ পরগনার তালতলায় তার নিজের বাড়ি থেকে অভিযুক্ত তাহের আলি মোল্লাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।তারপর থেকে বাকি অভিযুক্তরা কোন সময় বিহার কোন সময় নেপাল ঘুরে বেরিয়েছে। শুক্রবার ২৫ অক্টোবর পুলিশ জানতে পারে যে,অভিযুক্ত মিজানুর মন্ডল ওরফে রাহুল তার দলবল নিয়ে সিঙ্গুরে একটি মেয়েকে নিয়ে যেতে এসেছে। সেই খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সিঙ্গুর থানা এবং হুগলি গ্রামীণ জেলা পুলিশের এসওজি সেলের সহযোগিতায় সিঙ্গুর থেকে মূল অভিযুক্ত মিজানুর মন্ডল ওরফে রাহুল এবং শ্রীরাম রায় নামে দুজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে তারকেশ্বর থানার পুলিশ।ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে, রাহুল ও শ্রীরাম প্রেমের ফাঁদ পেতে ভুলিয়ে ভালিয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে মেয়ে নিয়ে গিয়ে বিহারের ইস্ট চম্পারণের দরপার বাসিন্দা নন্দকিশোর কুমারের হাতে তুলে দিত এবং নন্দকিশোর ওই মেয়েগুলোকে দিয়ে অসামাজিক কাজকর্ম করাতো।পুলিশ আরও জানতে পারে যে, নন্দকিশোর এখন নদিয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানার অন্তর্গত মাজদিয়াতে তার শশুর বাড়িতে আছে।খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তারকেশ্বর থানার বড়বাবুর নেতৃত্বে কৃষ্ণগঞ্জ থানার অন্তর্গত বাংলাদেশ বর্ডার লাগোয়া মাঝদিয়াতে অভিযান চালিয়ে নন্দকিশোর কুমারকে গ্রেফতার করে পুলিশ।ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে,মিজানুর মন্ডল ওরফে রাহুল এবং শ্রীরাম রায় নন্দকিশোর কুমারের এজেন্ট হিসেবে কাজ করতো।এদের মূল লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন রকম সোশ্যাল মিডিয়া যেমন ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপ বা ফোন কল করে মেয়েদেরকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে লোভ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে নন্দকিশোরের কাছে বিক্রি করে দেওয়া।তারপর নন্দকিশোর সেই মেয়েগুলোকে নিয়ে তার অর্কেস্ট্রাতে ছোট ছোট ড্রেস পরিয়ে নাচতে বাধ্য করাতো এবং অন্যান্য অসামাজিক কাজকর্মে নিযুক্ত করতো। রবিবার সিঙ্গুরের কামারকুন্ডুতে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে হুগলি গ্রামীণ জেলা পুলিশ সুপার কামনাশীষ সেন জানান,ঘটনায় আরও কেউ যুক্ত আছে কিনা তা জানতে পুরো ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।ধৃতদের হেফাজতে নিয়ে জেরা করে এই চক্রে যুক্ত বাকিদের খোঁজেও তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

নজিরবিহীন ঘটনা

(প্রথম পাতার পর)

জন্ম দেন। আরও উল্লেখযোগ্য এই ১৮টি বাচ্ছার মধ্যে ১১টি কন্যা সন্তান।শিশু গুলির মধ্যে ৫টি শিশুর ওজন সামান্য কম থাকায় তাঁদের বিশেষ যত্ন নেওয়া হচ্ছে। তাঁদের 'নবজাতক নিবিড় পরিচর্যা ইউনিট' এ রাখা হয়েছে। যদিও সব শিশুই সুস্থ এবং তাঁরা বিপদমুক্ত। বাচ্ছা জন্ম দেওয়া মায়েরাও সুস্থ আছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার তাপস ঘোষ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, একদিনে এতগুলি যমজ বাচ্ছার জন্ম পশ্চিমবাংলার কোন মেডিকেল কলেজে হয়তো হয়নি,এই প্রথম বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হল।

পুলিশের বড়সড় সাফল্য

(প্রথম পাতার পর)

কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশ ও মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশের সহযোগিতায় ব্যবসায়ী অপহরণ কান্ডের ২৪ ঘন্টার মধ্যেই অপহরণকারীদের জালে তুললো পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ।অপহৃত ব্যবসায়ীকেও উদ্ধার করা হয়েছে।ঘটনাতে ব্যবহৃত স্কর্পিও গাড়িটিও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।শনিবার গ্রেপ্তার হওয়া ৩ অভিযুক্তকে আদালতে পেশ করলে বিচারক তাদের ৫ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।বাকি অভিযুক্তদের খোঁজেও তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।পুরো ঘটনার তদন্ত করছে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ।

এক নজরে

(প্রথম পাতার পর)

ব্যানার্জিকে নিশানা করে সিঙ্গুরের সভা থেকে তীব্র আক্রমণ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

● এক ঘরে এক কোটি !খানপুর জৌগ্রাম মোড় থেকে ৩০ টাকার লটারি কেটে কোটিপতি কাটগড়ার এক ব্যক্তি।৩০ টাকায় ৫ সেম টিকিট কেটে কোটিপতি কাটগড়ার এক লরি চালক।

● সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেই নড়েচড়ে বসল প্রশাসন। কলকাতার সব হাসপাতাল এবং বর্ধমান হাসপাতালে থেকেও সরিয়ে নেওয়া হল সিভিক ভলেন্টিয়ার।

● হাসপাতাল,থানা, স্কুল এবং অপরাধস্থলে মোতায়েন করা যাবে না সিভিক ভলেন্টিয়ার,কড়া নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের।

● ২৪ ডিসেম্বর থেকে পলাশী স্কুল মাঠে শুরু হচ্ছে গুড়াপ বইমেলা, চলবে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

● আবাস যোজনার সার্ভে করছেন ভালো কথা।কিন্তু ইটের ঘর থাকতেও মাটির গোয়াল ঘরের সামনে দাঁড় করিয়ে যেন কারো ছবি তুলবেন না।প্রকৃত গরিব মানুষ যাতে ঘর পায় সেটা দেখুন।

● চলছে আবাস যোজনার সার্ভে।প্রকৃত প্রাপকদের চিহ্নিত করার জন্য বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা।বাড়িতে ইটের চিহ্ন থাকলেই তালিকা থেকে বাদ যাবে আপনার নাম ! প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে,তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যাবে,কিন্তু নতুন কোনো নাম ঢোকানো যাবে না।বুঝুন তাহলে কি অবস্থা ! আপনার মাটির বাড়ি থাকলেও আবাস যোজনার তালিকায় আপনার নাম না থাকলে আপনি বাড়ি পাবেন না !

● সিপিএম নেতা তন্ময় ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে মহিলা সাংবাদিকের শ্লীলতাহানির অভিযোগ,থানায় অভিযোগ দায়ের।তন্ময় ভট্টাচার্যকে সাসপেন্ড করল সিপিএম।

● নাবালিকা নিখোঁজের তদন্তে নেমে নারী পাচার চক্রের পর্দা ফাঁস করল হুগলি গ্রামীণ পুলিশ। মূল অভিযুক্ত সহ ৩ জনকে গ্রেফতার করল তারকেশ্বর থানার পুলিশ।

● স্বচ্ছতা বজায় রাখতে আবাস যোজনার ফাইনাল তালিকা তৈরি করার আগে ড্রাফট তালিকা গ্রামে গ্রামে প্রকাশ্য জায়গায় টাঙিয়ে দিয়ে মানুষের মতামত চাওয়া উচিত।

● সিপিএমের ধনেখালি এরিয়া কমিটির তৃতীয় সম্মেলন শনিবার বেলমুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত অভিরামপুরে অনুষ্ঠিত হল।ধনেখালি ব্লকের ১৮টি পঞ্চায়েত এলাকা থেকে মোট ১৮০ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে জানা গেছে।তাদের মধ্য থেকে ১৬ জন ধনেখালি ব্লক কমিটি অর্থাৎ এরিয়া কমিটিতে নির্বাচিত হন।সম্মেলন থেকে দ্বিতীয় বারের জন্য ধনেখালি এরিয়া কমিটির সেক্রেটারি নির্বাচিত হন সুনীল বাগ।

● ডি ওয়াই চন্দ্রচুড়ের পরগ্ধ ১১ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নিতে চলেছেন সঞ্জীব খান্না।

● বিভিন্ন জায়গায় গ্রামের রাস্তার পাশে দিন রাত বেঁধে রাখা হচ্ছে গরু।গরুর দড়িতে আটকে পড়ে মাঝে মধ্যেই ঘটছে দুর্ঘটনা।ভীষণ সমস্যায় পড়ছেন পথ চলতি মানুষজন।

● একাদশ শ্রেণীর সেমিষ্টার টু পরীক্ষার সময় সূচিতে বদল আনল সংসদ। বিকেল ৩ টের পরিবর্তে পরীক্ষা শুরু হবে দুপুর ২ টো থেকে,চলবে বিকেল ৪ টে পর্যন্ত।

● ৩০ নভেম্বরের মধ্যে শেষ করতে হবে উচ্চ মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষা, নির্দেশিকা জারি করে জানিয়ে দিল সংসদ

হাড়োয়া বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন বামফ্রন্ট সমর্থিত আইএসএফ প্রার্থী বিশিষ্ট আইনজীবী পিয়ারুল ইসলাম।

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com